গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম অধিদপ্তর
শ্রম কল্যাণ ও বিনোদন শাখা
www.dol.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০২.০০০০.০৪৪.৫৫.০৫৫.২১.১৮৭ তারিখ: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১।

বিষয়ঃ পুষ্টি সম্পর্কিত (পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) সকল আইন-বিধিমালা, নীতি, পরিকল্পনা ও কৌশল পত্রের কপি বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদে প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ-বাজাপুপ/সমন্বয়/১১-৫৪/২০১৮-১৯১ তারিখঃ-৩০/০৯/২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শ্রম অধিদপ্তর বাংলাদেশের মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ও পুষ্টি উন্নয়ণে নিয়মিত পরামর্শ ও বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ **শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধনী-২০১৮) এর ৫১ হতে ৬০ ধারায় এবং ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৪ ধারায় এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৯২, ৯৩, ৯৪** তে পুষ্টি সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিধানাবলীর উল্লেখ রয়েছে (কাপি সংযুক্ত) যা শ্রম অধিদপ্তর শ্রম ক্ষেত্রে বাস্তবায়ান করে থাকে। এছাড়া Gain এর সহযোগিতায় পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উপরন্তু শ্রম অধিদপ্তরাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে **"শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ"** কোর্সে পুষ্টি বিষয়টি প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তভুক্তকরণ করা হয়েছে। এতদসঙ্গে বর্নিত আইনের ধারাগুলি পৃথক কাগজে সংযুক্ত করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৮ (আট) পৃষ্ঠা।

ধন্যাবাদন্তে,

গৌতম কুমার
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
শ্রম অধিদপ্তর

ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টিপরিষ।

(৭) প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত কোন যন্ত্রের কারণে যদি এমন তাপ সৃষ্টি হয় যাহা সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত তাপ উদ্রেক করে তাহা হইলে উক্ত যন্ত্রের সন্নিকটে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য ধারা ৫৮(৪) অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন অথবা গুড় বা চিনির শরবত সরবরাহ করিতে হইবে এবং এই গুড় বা চিনি মিশ্রিত শরবতের পরিমাণ প্রতি শ্রমিকের জন্য দৈনিক ন্যূনতম দুই লিটার হইতে হইবে।

৫১। **শৌচাগার ও প্রক্ষালণ কক্ষ**।—ধারা ৫৯ অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের সংখ্যা, উহার অবস্থান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তফসিল-২ অনুযায়ী হইতে হইবে।

৫২। **আবর্জনা বাক্স ও পিকদানি**।—(১) ধারা ৬০ অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে-

(ক) প্রতি ১০০ জন শ্রমিকের জন্য অন্তত একটি করিয়া পৃথক আবর্জনা ও পিকদানি বাক্স রাখিতে হইবে;

(খ) পিকদানি বালু ভর্তি থাকিতে হইবে এবং উহার উপরে ব্লিচিং পাউডার থাকিতে হইবে;

(গ) পিকদানিগুলি প্রতি ৭ দিন অন্তর একবার খালি করিয়া পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে এবং দৈনিক অন্তত একবার উপরের এক স্তর বালি অপসারণ করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে;

(ঘ) আবর্জনা বাক্স প্লাস্টিকের তৈরি ও ঢাকনাসহ থাকিতে হইবে এবং উহাতে প্রতিদিন জমাকৃত আবর্জনা অপসারণ করিতে হইবে ও উভয় ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে;

(ঙ) উক্ত পিকদানি ও আবর্জনা বাক্স কর্মকক্ষের দরজার সন্নিকটে স্থাপন করিতে হইবে এবং উহা এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায় ও ময়লা আবর্জনা চোখে না পড়ে।

(২) কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানে পিকদানি ও আবর্জনা বাক্স ব্যতীত অন্য কোথাও থু থু বা আবর্জনা ফেলিবে না এবং এই বিধান সম্পর্কে নোটিস কারখানার ভিতরে উপযুক্ত স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
নিরাপত্তা

৫৩। **ভবন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঠামোর নিরাপত্তা**।—(১) ধারা ৬১ (১) বাস্তবায়নের সময় পরিদর্শক ভবন, পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্টসহ উক্ত ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানের কোন দেওয়াল, চিমনি, সেতু, সুড়ঙ্গ, রাস্তা, গ্যালারী, সিঁড়ি, র‍্যাম্প, মেঝে, প্লাটফরম, মাচা, রেলপথ বা বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতির যানবাহন চালানোর রাস্তা বা অন্য কোন কাঠামো, উহা স্থায়ী বা অস্থায়ী যে রকমই হউক না কেন, বিবেচনায় আনিবেন যেন ইহা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক না হয় :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ক্ষেত্রে এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বা নির্মিত বা চালুকৃত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন স্বীকৃত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম কর্তৃক ভবনের স্থায়িত্ব এবং ওজন বহন ক্ষমতা (load capacity) এবং যন্ত্রপাতি ও অন্য যে কোন কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যান্য আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি অনুসরণ করা হইয়াছে কিনা, উহার সনদ পরিদর্শকের নিকট দাখিল এবং প্রদর্শন করিবার জন্য মালিককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং যাচাই করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর কোন কারখানা ভবন নির্মাণ বা কোন ভবনে কারখানা স্থাপন করিতে হইলে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছে মর্মে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) ধারা ৬১ (২) অনুযায়ী পরিদর্শক কর্তৃক প্রদান করা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাহার কর্তৃক নির্দেশিত নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কোন মালিক বা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইলে উহা চলমান অপরাধ অর্থাৎ প্রতিদিন কৃত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৪। **অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন**।—(১) প্রতিষ্ঠানের ভবনের প্রতিটি কক্ষ যেখানে ২০ জনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে অন্যূন দুইটি করিয়া বর্হি:গমন পথ থাকিতে হইবে এবং এইগুলো এমনভাবে অবস্থিত থাকিবে যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কাজের স্থান হইতে বর্হি:গমন পথ পর্যন্ত বাঁধাহীনভাবে এবং স্বচ্ছন্দে পৌঁছাইতে পারে।

(২) উক্তরূপ বর্হিগমন পথ কোন শ্রমিকের কাজের স্থান হইতে পঞ্চাশ মিটারের অধিক দূরত্বে হইবে না এবং উহা প্রস্থে ১.১৫ মিটার এবং উচ্চতায় ২.০০ মিটারের কম হইতে পারিবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের ভবনে বা ভবনের কোন অংশে নিচতলার উপরে কোন সময় ২০ বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করিয়া থাকেন অথবা যেখানে দাহ্য পদার্থ বা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় বা জমা রাখা হয় অথবা প্রতিষ্ঠানের ভবন বা উহার অংশ ভূ-সমতলের নিচে অবস্থিত, সেই ক্ষেত্রে জরুরি মূহুর্তে বাহির হইবার উপায়ের মধ্যে ভবনের ভিতরে বা বাহিরে স্থায়ীভাবে নির্মিত কমপক্ষে দুইটি মজবুত এবং পৃথক সিঁড়ির ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং এইগুলি অগ্নি প্রতিরোধক পদার্থ দ্বারা নির্মাণ এবং সরাসরি ও বাঁধাহীন যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্বলিত হইতে হইবে।

(৪) আগুন লাগিলে বাহির হইয়া যাইবার জন্য ব্যবহৃতব্য প্রত্যেকটি সিঁড়ি মজবুত হ্যান্ড রেইলযুক্ত থাকিবে এবং উক্ত সিঁড়ি উহার রেইল তাপ অপরিবাহী ও অগ্নি প্রতিরোধক পদার্থ দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে এবং সিঁড়িটি অমসৃণ হইতে হইবে।

(৫) উক্তরূপ সিঁড়ি এই বিধিমালা বলবৎ হইবার পরে নির্মিত হইলে উহার উভয় পার্শ্বে হ্যান্ড রেইল যুক্ত থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা বলবৎ হইবার পূর্বে নির্মিত সিঁড়িসমূহ যদি উভয় পার্শ্বে রেইল যুক্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে উহা উভয় পার্শ্বে রেইল যুক্ত করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত সিঁড়ি রেলিং স্থাপনের জন্য প্রশস্ততা ১.১৫ মিটারের কম হইলে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) কোন সিঁড়ি সমতল হইতে ৪৫° কোণের অধিক কৌণিক দূরত্বে নির্মাণ করা যাইবে না।

(৭) ছয় তলা পর্যন্ত উচ্চতা বিশিষ্ট ভবনের কোন সিঁড়ি ১.১৫ মিটারের কম প্রশস্ত হইবে না এবং ষষ্ঠ তলার অধিক উচ্চতাসম্পন্ন ভবনের সিঁড়ি ২.০০ মিটারের কম প্রশস্ত হইবে না এবং বহুতল বিশিষ্ট কারখানা ভবনের ক্ষেত্রে স্প্রিঙ্কলার ব্যবস্থাবিহীন বিল্ডিং এবং স্প্রিঙ্কলার ব্যবস্থা সম্বলিত বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা জারির পূর্বে নির্মিত সকল বহুতল বিশিষ্ট কারখানা ভবনের ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে সিঁড়ির প্রশস্ততা কোনক্রমেই ১.১৫ মিটারের কম হইবে না :

আরও শর্ত থাকে যে, পুরাতন অবকাঠামোজনিত কারণে যেখানে সিঁড়ির প্রশস্ততা বাড়ানোর সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে সিড়ির প্রশস্ততা ০.৮২ মিটারের কম হইবে না।

(৮) দুইটি বহির্গমন পথ বা সিঁড়ি ৫০ মিটারের অধিক দূরত্বে এবং পরস্পরের সন্নিকটে হইবে না এবং কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সিঁড়ির শেষ প্রান্ত ভবনের বহির্মুখী হইতে হইবে।

(৯) সিঁড়িতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ও আলোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যেন সিড়িঁটি ধোঁয়াচ্ছন্ন বা অন্ধকারাচ্ছন্ন না হইতে পারে এবং চিলেকোঠায় অবস্থিত দরজা কাজ চলাকালীন বন্ধ বা তালাবদ্ধ রাখা যাইবে না।

(১০) প্রতিটি ফ্লোরের ন্যূনতম একটি গ্রীলবিহীন জানালা থাকিবে যা কব্জাসংযুক্ত হইতে হইবে এবং যাহাতে জরুরি প্রয়োজনে খুলিয়া লেডার বা দড়ির মই এর সাহায্যে নীচে নামিয়া আসা যায় এবং নীচ তলায় শক্ত দড়ির জাল সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে অগ্নি দুর্ঘটনার সময় জরুরি প্রয়োজনে দড়ি বহিয়া উক্ত জালে অবতরণ করা যায়।

(১১) ধারা ৬২ অনুযায়ী পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাহার কর্তৃক নির্দেশিত নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কোন মালিক বা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইলে উহা চলমান অপরাধ অর্থাৎ প্রতিদিন কৃত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৫। **অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি এবং পানি সরবরাহ।**—(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতি তলায় প্রতি ১০০০ বর্গমিটার মেঝে এলাকার জন্য ২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পানি ভর্তি একটি ড্রাম এবং ১০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি করিয়া ধাতব পদার্থ দ্বারা নির্মিত লাল রংয়ের খালি বালতি ঝুলন্ত অবস্থায় সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং প্রতিটি বালতি—

(ক) বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ মানসম্পন্ন হইতে হইবে;

(খ) পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত অবস্থানে রাখিতে হইবে এবং আগুন নিভানো ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হইবে না এবং অগ্নি নির্বাপনের জন্য ব্যবহার্য লেখা সম্বলিত হইতে হইবে;

(গ) কেবলমাত্র দাহ্য তরল বা অন্য পদার্থ হইতে যেখানে আগুন লাগিবার ঝুঁকি বর্তমান এবং যেখানে পানি ব্যবহারযোগ্য নয় সেই ক্ষেত্র ব্যতীত, সব সময় বালি ভর্তি রাখিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানটি যদি ফায়ার হাইড্রেন অথবা স্প্রিঙ্কলার দ্বারা সুরক্ষিত থাকে তবে উপরি-উক্ত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) প্রত্যেক ভবনে প্রতি ৮৫০ বর্গমিটার স্থানের জন্য প্রতি তলায় ফায়ার সার্ভিস বিভাগের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী একটি হোজরিল পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে স্থাপন করিতে হইবে, উহাতে অবারিত পানির সংযোগ থাকিবে এবং প্রতি বৎসর ন্যূনতম একবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অগ্নি নির্বাপনের বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া উহা লিখিতভাবে রেকর্ডপূর্বক মহাপরিদর্শক কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধান প্রতিপালন শিথিল করিতে পারিবেন।

(২) ৯০ বর্গমিটার অধিক আয়তনের মেঝে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এবং যেখানে দাহ্য তরল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং দাহ্য ধাতু ব্যতীত অন্য দাহ্য বস্তু হইতে আগুন লাগিতে পারে সেখানে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্ধারিত বালতির অতিরিক্ত প্রতি ৯০ বর্গমিটার স্থানের জন্য একটি ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার অগ্নিনির্বাপক বা অনুরূপ ধরনের বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখিতে হইবে।

(৩) যে সব প্রতিষ্ঠানে দাহ্য তরল হইতে বা গ্লোজ বা পেইন্ট হইতে আগুন লাগিতে পারে, সেখানে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত মাত্রায় অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র রাখিতে হইবে এবং সেইগুলি ফোম টাইপ, ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (এ বি সি টাইপ), কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অগ্নিনির্বাপক বা অনুরূপ ধরনের হইতে হইবে।

(৪) যেসব প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি হইতে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা থাকে সেইখানে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত মাত্রায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখিতে হইবে এবং উহা কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ড্রাই ক্যামিকেল পাউডার নির্মিত বা অনুরূপ পদার্থ সম্বলিত হইতে হইবে।

(৫) যে সব প্রতিষ্ঠানে ম্যাগনেশিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম বা জিংক-এর গুঁড়া বা চাঁচ অথবা অন্য দাহ্য ধাতু হইতে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা থাকে সেইখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা ফোম টাইপের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা যাইবে না এবং সেইখানে আগুন নিভানোর জন্য ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার ('ডি' টাইপ), পর্যাপ্ত পরিষ্কার মিহি শুকনা বালি, পাথরের গুঁড়া এবং অন্য অদাহ্য পদার্থ মজুদ রাখিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে স্থাপন করিয়া রাখিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিদর্শক যেক্ষেত্রে এইরূপ অভিমত প্রদান করেন যে, প্রতিষ্ঠানের ভবন বা কক্ষে অগ্নিনির্বাপণী কর্তৃপক্ষ (ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) দ্বারা অনুমোদিত এবং স্বীকৃত পন্থায় পর্যাপ্ত স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হইয়াছে এবং সেইখানে এই উপ-বিধির শর্ত শিথিল করা যাইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত ভবন বা কক্ষের ব্যাপারে যে পরিমাণে উক্ত শর্ত শিথিল করা হইয়াছে উহা লিখিতভাবে উল্লেখপূর্বক এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত প্রতিটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র—

(ক) এমন সুদৃশ্য স্থানে স্থাপন করিতে হইবে যেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে;

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের জন্য সকল অংশ হইতে প্রবেশযোগ্য স্থানে স্থাপন করিতে হইবে;

(গ) যতদূর সম্ভব প্রত্যেক ফ্লোরের বর্হিগমন হইবার পথ (Exit) অথবা সিঁড়ির ভূসংযোগস্থল (Stair Landing) এর নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন করিতে হইবে, তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন কোন অবস্থাতেই জরুরি নির্গমন বাঁধাগ্রস্থ না হয়;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দেওয়াল (supporting wall) অথবা কাঠের, ধাতব ও প্লাস্টিকের তৈরি কেবিনেটে এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যেন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের তলদেশ ভূসমতল (ground leval) হইতে ১০০০ মিলিমিটার উপরে হয়;

(ঙ) প্রত্যেক ফ্লোরের একই স্থানে স্থাপন করিতে হইবে;

(চ) ভবনের অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা যেমন-রান্নাঘর, জনবহুল এলাকা (crowded area), গুদাম, বৈদ্যুতিক বিভাজন পয়েন্ট, দাহ্যবস্তু সম্বলিত এলাকা, ইত্যাদি স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উহা বহনযোগ্য (portable) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র হইতে হইবে;

(৮) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ভবনের প্রত্যেক ফ্লোরে সহজে দৃশ্যমান এক বা একাধিক স্থানে বহির্গমন পথের নকশা (Evacuation Plan) প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৯) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক টাইপের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্পেয়ার চার্জ মজুত রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় এমন অবস্থায় সর্বাধিক স্পেয়ার চার্জ সর্বদা মজুত এবং প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

(১০) যতদূর সম্ভব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রমিককে, অন্তত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগে নিযুক্ত শ্রমিকদের কমপক্ষে ১৮% শ্রমিককে অগ্নিনির্বাপণ জরুরি উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মধ্য হইতে অগ্নিনির্বাপক দল, উদ্ধারকারী দল ও প্রাথমিক চিকিৎসা দল (প্রতি দলে ৬% সদস্য) গঠন করিয়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং ফরম-২২ অনুযায়ী এতদসম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১১) অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধারকারী ও প্রাথমিক চিকিৎসা দলকে কাজ চলাকালীন অবশ্যই নির্ধারিত পোশাক পরিধান করিতে হইবে এবং উক্ত পোশাক হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অগ্নিনির্বাপণ দল - হলুদ রং এর এপ্রোণ পিছনে লাল রং এ 'আগুন' (Fire) লিখা থাকিবে;

(খ) উদ্ধারকারী দল - হলুদ রং এর এপ্রোণ পিছনে লাল রং এ 'উদ্ধার' (Rescue) লিখা থাকিবে ;

(গ) প্রাথমিক চিকিৎসা দল - সাদা রং এর এপ্রোণ পিছনে লাল রং এ 'প্রাথমিক চিকিৎসা' (First Aid) লিখা থাকিবে।

(১২) কমপক্ষে ৫০০ জন শ্রমিক কর্মরত এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাখিতে হইবে যাহার দায়িত্ব হইবে সব অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদির যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রস্তুত রাখা এবং উপ-বিধি ১০ এ উল্লিখিত তিনটি দলকে প্রতি ছয় মাস অন্তর পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(১৩) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় আগুন লাগিলে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং অগ্নিনির্বাপক বিধিমালার যথাযথ কার্যকরীকরণের জন্য একটি বিস্তারিত 'অগ্নিনির্বাপণী পরিকল্পনা' প্রস্তুত করিবেন।

(১৪) ধারা ৬২(৮) অনুসারে প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্ঘটনার সময় জরুরি নির্গমনের মহড়ার আয়োজন করিতে হইবে এবং ফরম-২২(ক) অনুযায়ী রেকর্ডবুক সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং মহড়া আয়োজনের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক এবং নিকটস্থ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(১৫) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপণের প্রয়োজনে অন্তত ৫০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জলাধারের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং উহা সব সময় পানি দ্বারা পূর্ণ থাকিতে হইবে এবং হোজরিলের সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইবে এবং উক্ত জলাধার ভবনের কাঠামোর উপর কোন প্রকার চাপ বা ঝুঁকি সৃষ্টি করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, একই ভবনে একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এবং ভবন মালিক সম্মিলিতভাবে উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে জলাধার স্থাপন করিতে পারিবেন।

(১৬) একই এলাকায় পাশাপাশি ভবনে অবস্থিত কয়েকটি কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ কর্তৃক যৌথভাবে একটি সুবিধাজনক স্থানে অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে ইচ্ছা করিলে যৌথভাবে প্রত্যেক কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত পাইপের মাধ্যমে সংযুক্ত করিয়া যান্ত্রিক গভীর নলকূপ (Deep tubewell) বা বৈদ্যুতিক পাম্পযুক্ত জলাধারের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শক উপ-বিধি (১৫) প্রতিপালন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(১৭) উপ-বিধি (১৫) এবং (১৬) তে উল্লিখিত গভীর নলকূপ বা জলাধার ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও নক্সা মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শকের অনুমোদনক্রমে স্থাপন করিতে হইবে।

(১৮) এই বিধিতে বর্ণিত বিষয়াদি প্রতিপালন করিবার ক্ষেত্রে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী আরো কোন কিছু প্রতিপালন করা প্রতিভাত হইলে উহা সম্পাদন করিতে হইবে।

৫৬। **নিরাপত্তামূলক সতর্কতা**।—যন্ত্রপাতি ঘিরিয়া রাখিবার ব্যাপারে ধারা ৬৩(১) এর কোন বিধান লংঘন না করিয়া, অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিদর্শক লিখিত নির্দেশ প্রদান করিলে অনুরূপ নির্দেশ উল্লিখিত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৫৭। **চলমান যন্ত্রপাতিতে বা উহার নিকট কাজ করা**।—(১) ধারা ৬৪(১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যন্ত্রপাতি চালনা, পরীক্ষা বা মেরামতের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের তালিকা ফরম-২৩ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) চালু যন্ত্রপাতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা চালনা করা সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকিলে এবং অনুরূপ চালু যন্ত্রপাতির কাজ সংশ্লিষ্ট বিপদ-আপদ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) ধারা ৬৪(১) এর বিধান মোতাবেক উক্তরূপ কাজ করাইবার জন্য নির্দিষ্ট শ্রমিককে ঝুঁকি ভাতা প্রদান করিতে হইবে ও মালিক তাহাকে প্রয়োজনীয় আঁটসাট পোশাক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত পোশাক হিসাবে কমপক্ষে একজোড়া মোটা সুতি কাপড়ের আঁটসাট প্যান্ট এবং আঁটসাট হাতাকাটা জামা থাকিবে এবং নূতন পোশাক সরবরাহ করা হইলে পুরানো পোশাক বা শ্রমিকের চাকরি অবসান করা হইলে উক্ত সরবরাহকৃত পোশাক মালিককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৫৮। **বৈদ্যুতিক বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা**।—(১) প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন এবং সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যথাযথ আকৃতির এবং পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং এমনভাবে নির্মিত, সংরক্ষিত ও কার্যকর হইতে হইবে যাহাতে উহা কোন ব্যক্তির দৈহিক ঝুঁকির কারণ না হয়।

(২) কারখানা বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে যাইবার পূর্বে বা ব্যবসা বা সেবা চালু করিবার পূর্বে অবশ্যই বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এর উপযুক্ততা সনদ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান যেখানে কোন প্রকার বিদ্যুৎ সরবরাহ রহিয়াছে এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সেইখানে এমন স্বয়ংক্রিয় কারিগরি কৌশল স্থাপন করিতে হইবে, যাহার ফলে কোন প্রকার বৈদ্যুতিক বা অগ্নিকান্ডের দুর্ঘটনা ঘটিলে যে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অচল হইয়া যাইবে।

(৪) উক্তরূপ কারিগরি কৌশল স্থাপনের ব্যাপারে পরিদর্শক নিশ্চিত হইলে তিনি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে গৃহীত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনার সময় উক্ত কারিগরি কৌশলটি বিবেচনায় গ্রহণ করিবেন।

(৫) প্রতিটি বহনযোগ্য হাত-বাতি অবশ্যই অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত হাতল সংযুক্ত হইতে হইবে এবং উহার বাল্বটি অবশ্যই ল্যাম্পধারকের ধাতব অংশ হইতে বিযুক্তভাবে ভিতরে খাঁচার মধ্যে রাখিতে হইবে।

(৬) বাস্তবসম্মত বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি নমনীয়ভাবে এবং সরবরাহ লাইনের মধ্যবর্তী সংযোগ যথাযথভাবে ডিজাইন করিয়া থ্রিপিন প্লাগ ও সুইচ সমেত সকেট সংযুক্ত রাখিতে হইবে, যাহাতে ভুল অন্তঃপ্রবেশ সম্ভব না হয়।

(৭) সকল বৈদ্যুতিক ওয়ারিং ও সুইচ বোর্ডসমূহ বিদ্যুত অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা 'কনসিল ওয়ারিং' এর মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৮) নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে প্রতি ১২ (বারো) মাসে অন্তত একবার অথবা সার্টিফিকেটে প্রদত্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে একজন উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওয়্যারিং পরিদর্শক বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাংগ আর্থিং (earthing) ও ওয়্যারিং (wiring) পরীক্ষা করাইয়া ফলাফলসহ প্রত্যয়নপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৯) বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও উহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইবে না।

(১০) ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ধরন, পরিকল্পনা এবং কারখানার যে কোন অংশে যেখানে দহনযোগ্য বা বিস্ফোরক মিশ্রণ ব্যবহৃত হয় বা জমা রাখা হয় সেই অংশের বৈদ্যুতিক তারের লাইন লাগানোর ক্ষেত্রে মহাপরিদর্শককে অবহিত করিতে হইবে।

৫৯। যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং চলাচলের রাস্তা।—প্রতিষ্ঠানের কোন স্থানে যন্ত্রপাতি স্থাপনের ক্ষেত্রে দেওয়াল হইতে যন্ত্রের দূরত্ব কমপক্ষে ১ মিটার হইতে হইবে এবং স্থাপিত যন্ত্র বা যন্ত্রসারির পাশে কমপক্ষে ১ মিটার প্রশস্ত চলাচলের রাস্তা থাকিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বর্তমানে চলমান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা না থাকিলে দেওয়াল হইতে যন্ত্রপাতির দূরত্ব এবং চলাচলের রাস্তা ন্যূনতম ০.৭৫ মিটার রাখা যাইবে।

৬০। **ক্রেন, হয়েস্ট, লিফ্‌ট, কপিকল এবং অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি**।—(১) ধারা ৬৮ ও ৬৯ অনুসরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) কোন প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র সূক্ষ্ম সুতার দড়ি বা সুতার দড়ির বন্ধনী ব্যতীত অন্য কোন উত্তোলক যন্ত্রপাতি এবং কোন শিকল, দড়ি বা ভারোত্তোলনের দড়ি দ্বারা কপিকল ফরম-৩০ অনুযায়ী ঘোষিত যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা না করাইয়া বা সবগুলো যন্ত্রাংশ সম্পূর্ণভাবে পরখ না করাইয়া প্রথমবারের মত ব্যবহারে লাগানো যাইবে না এবং অনুরূপ পরীক্ষাকারী ব্যক্তির নিরাপদ বহন ক্ষমতা বা চলন ক্ষমতা উল্লেখপূর্বক অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলসহ একটি প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা পরিদর্শনের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে;

(খ) সকল জিব ক্রেন এমনভাবে নির্মিত হইবে যেন সঞ্চালক অংশে উঠানামা করাইয়া নিরাপদ বহন ক্ষমতার তারতম্য করানো যায়, জিবের নোয়াবার বা বোঝার ব্যাসার্ধের সহিত যথাযথ বহন ক্ষমতা নির্দেশ করিবার জন্য স্বয়ংক্রিয় ইন্ডিকেটর জিবটির সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে;

(গ) ব্যবহার করা হইতেছে এমন সকল ধরনের এবং সকল আকৃতির শিকল, দড়ি বা ভারোত্তোলক দড়ি কপিকলের নিরাপদ ভারবহন কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে একটি ছকের যৌগিক ঝোলানো শিকলির বিভিন্ন পাত্রের বিভিন্ন কোণ হইতে ভারোত্তোলন ক্ষমতার ছক গুদাম ঘরে বা শিকল, দড়ি বা কপিকল ব্যবহার করা যাইবে না এবং কোন ভারোত্তোলক দড়ি কপিকলের গায়ে ইহার নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বা যৌগিক ঝুলানো শিকলিতে প্রতিটি পায়ের বিভিন্ন কোন হইতে ভারোত্তোলন ক্ষমতা পরিষ্কারভাবে ইহার গায়ে লিখিত থাকিলে এই উপ-বিধির বিধান সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) ধারা ৬৮(ক)(৩) ও ৬৯(১)(গ) এর ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরীক্ষার প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিবরণসমূহ ফরম-২৪ অনুযায়ী রক্ষিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং উহা পরিদর্শনের জন্য সংরক্ষিত থাকিতে হইবে, যথা :—

(অ) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা;

(আ) মালিকের নাম;

(ই) উত্তোলক যন্ত্র, শিকল, দড়ি বা ভারোত্তোলক শিকল ও কপিকলে সনাক্তকরণযোগ্য নম্বর, চিহ্ন ও বিবরণ;

(৩) আসবাবপত্র, বাসন-কোসন এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) ক্যান্টিনে সকল খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে সংরক্ষণ ও পরিবেশন করিতে হইবে যাহাতে কোন প্রকার মশা মাছি এবং ধূলা-বালির সংস্পর্শে না আসে অথবা কোন ভাবে দূষিত হইতে না পারে।

(৫) ক্যান্টিনে সার্ভিস কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হইলে, উহার উপরিভাগ মসৃণ এবং অভেদ্য পদার্থ দ্বারা তৈরি হইতে হইবে।

(৬) ক্যান্টিনে পর্যাপ্ত গরম পানির সরবরাহসহ বাসন-কোসন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ধৌত করিবার জন্য উপযুক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮৯। **খাবারের মূল্য**।—(১) ক্যান্টিনে সরবরাহকৃত খাদ্য, পানীয় এবং অন্যান্য জিনিস মুনাফাবিহীন ভিত্তিতে বিক্রি করিতে হইবে এবং উহার মান ও মূল্য ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও অনুমোদিত হারে হইতে হইবে।

(২) ক্যান্টিনে পুষ্টিসম্মত খাবার সরবরাহ করিতে হইবে এবং ক্যান্টিন কমিটি খাবারের তালিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উহার মান ও পুষ্টির বিষয় অগ্রাধিকার প্রদান করিবে।

(৩) সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্য, পানীয় এবং অন্যান্য জিনিসের মূল্য-তালিকা প্রকাশ্যে ক্যান্টিনে টানাইয়া রাখিতে হইবে।

৯০। **ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনা কমিটি**।—(১) প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক মনোনীত এবং প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের মতামতের ভিত্তিতে মনোনীত সমসংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে।

(২) কমিটিতে শ্রমিক সদস্য ২ (দুই) জনের কম বা ৫ (পাঁচ) জনের অধিক হইতে পারিবে না।

(৩) প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি থাকিলে তাহারা শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষির অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ সমসংখ্যক শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত করিবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অবর্তমানে অংশগ্রহণ কমিটি শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে।

(৪) প্রতিষ্ঠানের মালিক বা মালিকের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কল্যাণ কর্মকর্তা ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাদি তত্ত্বাবধান করিবেন।

৯১। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সহিত পরামর্শ**।—মালিক বা তাহার প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনা কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, যথা:-

(ক) ক্যান্টিনে যেসব খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে উহার মান ও পরিমাণ ;

(খ) খাদ্য তালিকা ও খাদ্যের মূল্য নির্ধারণ ;

(গ) ক্যান্টিনে খাইবার সময় ; এবং

(ঘ) ক্যান্টিনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

৯২। **খাবার কক্ষ**।—ধারা ৯৩ মোতাবেক রক্ষিত—

(ক) খাবার কক্ষে একসঙ্গে সে সময়ে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট শ্রমিকের অন্তত শতকরা ১৫ (পনের) জনের স্থান সংকুলান হইতে হইবে;

(খ) নির্দিষ্ট স্থান সংকুলানে শ্রমিকদের সংখ্যানুযায়ী অভেদ্য উপরিতল বিশিষ্ট পর্যাপ্ত টেবিল চেয়ার বা বেঞ্চির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিদর্শক কোন বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় কোন প্রতিষ্ঠানে লিখিত নির্দেশ দ্বারা ভোজনকক্ষে একসঙ্গে শ্রমিকদের স্থান সংকুলানের শতকরা হার পরিবর্তন করিতে পারিবেন;

(গ) খাবার কক্ষের এবং সার্ভিস কাউন্টারের একটি অংশ মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যানুপাতে তাহাদের জন্য পর্দা দ্বারা আলাদা করিয়া সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

৯৩। **বিশ্রাম কক্ষ এবং খাবার কক্ষের মান** ।—আশ্রয় বা বিশ্রাম কক্ষ এবং খাবার কক্ষের নকশা, মান ও আকার মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৯৪। **শিশু কক্ষ**।—(১) শিশু কক্ষ বা স্বতন্ত্র শিশু ভবনের জন্য নির্মিতব্য বা অভিযোজিতব্য ভবনের নকশা, মান এবং অবস্থান মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) দুগ্ধদানকারী মায়েরা যাহাতে নিরাপদে ও শালীনতা বজায় রাখিয়া শিশুদের দুগ্ধ পান করাইতে পারেন এমন স্বতন্ত্র একটি কক্ষ অথবা পর্দাঘেরা একটি স্থান থাকিতে হইবে।

(৩) শিশু কক্ষের মেঝে এবং মেঝে হইতে ১.২২ মিটার পর্যন্ত অভ্যন্তরের দেওয়াল এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা মসৃণ এবং অভেদ্য উপরিতল বিশিষ্ট হয়।

(৪) শিশু কক্ষে থাকা প্রতিটি শিশুর জন্য প্রতিদিন ০.২৫ লিটার দুধ এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করিতে হইবে।